দৈনিক বাংলা 004

তারিখ ... 18.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

কাগজ ও পাঠ্যবই সংকট

প্রতিটি নতুন বছর আজকাল যেসব সমস্যা নিয়ে হাজির হয় স্কুল পাঠ্যবই সংক্রান্ত সমস্যা তার অন্যতম। স্কুল পাঠ্যবইকে অবশ্য একেবারে ডুমুরের ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তবে তার দেখা পাওয়ার বুঝি ভাগ্যেরই ব্যাপার। অন্তত খুব সহজে পাওয়া যায় না এবং সবাই পায় না। প্রতি বছরই টেক্সট বুক হাতে পেতে ছাত্রদের অনেক দেরী হয়ে যায়। যখন পাওয়া যায় তখনো সবাই পায় না। এ বছরও কোন ব্যতিক্রমী বছর হয়ে উঠতে পারেনি।

স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সময়মত বই দিতে না পারার এই অক্ষমতার দায় সবটুকুই তাদের নয়। এজন্যে মূলত দায়ী অনিয়মিত এবং অপরিমিত কাগজ সরবরাহ। স্কুল পাঠ্যবইয়ের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাবার জন্যে যে পরিমাণ কাগজ প্রয়োজন, দেশের কারখানাগুলি তা সরবরাহ করতে পারছে না। এদিকে বিদেশ থেকে কাগজ আমদানীর ওপরও নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে।

সময়মত স্কুল পাঠ্যবই সরবরাহ করতে না পারার জন্যে টেক্সট বুক বোর্ড সম্ভবত যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার জন্যে বই নিয়ে বিশৃংখলা দূর হয় না। নতুন ক্লাস শুরু হবার পর তিন চার মাস চলে যাবার পরও যদি বই পাওয়া না যায় (আগের বছরগুলিতে যেমন হয়েছে) তাহলে বই পড়ার আর সময় কোথায়? এভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষও যে সংকুচিত হচ্ছে। আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে এমনিতেই বিশৃংখলার অন্ত নেই। শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যাঘাত হতে পারে এমন যথেষ্ট কারণই রয়েছে। এর ওপর বইও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে যে শিক্ষার পাটই চুকে যাবে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাসংক্রান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তো ভিন্ন রকমের। এ অবস্থা তো মেনে নেয়া যায় না।

আমাদের দেশের কাগজ কলগুলির অবশ্যই উৎপাদন বাড়াবার উদ্যোগ নেয়া উচিত। এজন্যে প্রয়োজনে প্রযুক্তিগত কোন পরিবর্তনের কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। যতদিন চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন না হচ্ছে ততদিন অন্তত স্কুল পাঠ্যবই ছাপাবার জন্যে বিদেশী কাগজ আমাদের আমদানী করতেই হবে। উপায় নেই। এব্যাপারে দেখেশুনে সরকারি ভিত্তিতে একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।